

চিত্র বিচিত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র বিচিত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র-বিচিত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট
কলিকাতা

শ্রীনন্দলাল বসু -কর্তৃক চিত্রভূষিত

প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬১
সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬২
ফাল্গুন ১৩৬৩

প্রকাশক : শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক্‌স্ প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ১৩

'সহজ পাঠ' রচনার সমকালে (পৌষ ১৩৩৬) ছোটো ছেলে-মেয়েদের আনন্দপ্রদ ও পাঠোপযোগী এমন কতকগুলি কবিতা লেখা হয় যেগুলি এপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই। প্রধানতঃ ঐ কবিতা ও 'সহজ পাঠ'এর কবিতা মিলাইয়া, সেই সঙ্গে কবির অপরিচিত বা অল্পপরিচিত অন্য কতকগুলি রচনা সাজাইয়া, 'চিত্রবিচিত্র' প্রকাশিত হইল। খুব অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের পড়িতে দিবার পক্ষে সরল অথচ সরস কবিতার সংগ্রহ হিসাবে ইহার উৎকর্ষ ও উপযোগিতা স্বতঃই প্রতিভাত হইবে।

'সহজ পাঠ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের কবিতা দিয়া এই সংকলনের সূচনা হইয়াছে। ইহার ফলে যুক্তাক্ষরবর্জিত অতি সরল ভাষা ও ভাবের পাঠ হইতে শুরু করিয়া, শিক্ষা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভাষায় ও ভাবে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতর যে পাঠ তাহাও আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হইবে। আশা করা যায়, নূতন কবিতার অনুষঙ্গে ও নূতন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হইয়া, কবির পূর্বপরিচিত রচনাও একটি অপূর্বতা লাভ করিবে এবং যাহাদের জন্য এই গ্রন্থ সংকলন করা হইল তাহাদের আনন্দ-বিধান করিতে পারিবে।

নূতন রচনাগুলি রবীন্দ্রসদনের নানা পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীকানাই সামন্ত সংগ্রহ করেন ; বর্তমান গ্রন্থসংকলনের ভারও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। ইতি

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

লাইনো হরপে ছাপা না হইলে বিশ্বভারতীর প্রকাশিত রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীতে, পদের প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ -আশ্রিত 'ॻা' উচ্চারণ বুঝাইতে 'ৎ' হরপটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'ন্যাড়া' শব্দটি 'নেড়া' ছাপা হইতে পারে এবং 'যেন' 'কেন' উচ্চারণের দিক দিয়া 'জ্যান' 'ক্যান' এরূপ বুঝিতে হইবে।

সূচীপত্র

চিত্র

বিচিত্র

চিত্র

উষা

কালো রাতি গেল ঘুচে,
আলো তারে দিল মুছে।
পূব দিকে ঘুম-ভাঙা
হাসে উষা চোখ-রাঙা।

নাহি জানি কোথা থেকে
ডাক দিল চাঁদেরে কে।
ভয়ে ভয়ে পথ খুঁজি
চাঁদ তাই যায় বুঝি।

তারাগুলি নিয়ে বাতি
জেগেছিল সারা রাতি,
নেমে এল পথ ভুলে
বেল-ফুলে জুঁই-ফুলে।

বায়ু দিকে দিকে ফেরে
ডেকে ডেকে সকলেরে।
বনে বনে পাখি জাগে,
মেঘে মেঘে রঙ লাগে।
জলে জলে ঢেউ ওঠে,
ডালে ডালে ফুল ফোটে।

আমাদের পাড়া

ছায়ার ঘোমটা   মুখে টানি
আছে আমাদের   পাড়াখানি।
দিঘি তার   মাঝখানটিতে,
তালবন   তারি চারি ভিতে।

বাঁকা এক   সরু গলি বেয়ে
জল নিতে   আসে যত মেয়ে।
বাঁশ গাছ   ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে,
ঝুরু ঝুরু   পাতাগুলি নড়ে।

পথের ধারেতে   একখানে
হরিমুদি   বসেছে দোকানে।
চাল ডাল   বেচে তেল নুন,
খয়ের সুপারি   বেচে চুন।

ঢেঁকি পেতে   ধান ভানে বুড়ি,
খোলা পেতে   ভাজে খই মুড়ি।
বিধু গয়লানি   মায়ে পোয়
সকাল বেলায়   গোরু দোয়।

আঙিনায়   কানাই বলাই
রাশি করে   সরিষা কলাই।
বড়োবউ   মেজোবউ মিলে
ঘুঁটে দেয়   ঘরের পাঁচিলে।

মোতিবিল

নাম তার মোতিবিল,
বহু দূর জল।
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে
করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক,
চিল উড়ে চলে,
মাছরাঙা ঝুপ ক'রে
পড়ে এসে জলে।

হেথা হোথা ডাঙা জাগে
ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা
চলে আঁকাবাঁকা।
কোথাও বা ধান-খেত
জলে আধো ডোবা,
তারি 'পরে রোদ প'ড়ে
কিবা তার শোভা।

ডিঙি চ'ড়ে আসে চাষি
কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে
গেয়ে সারিগান।
মোষ নিয়ে পার হয়
রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে
মাছ ধরে জেলে।

মেঘ চলে ভেসে ভেসে
আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল
জলে ভেসে যায়।

ছোটো নদী

আমাদের ছোটো নদী
চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার
হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু,
পার হয় গাড়ি—
দুই ধার উঁচু তার,
ঢালু তার পাড়ি।

চিক্ চিক্ করে বালি,
কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশ-বন
ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা
শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে
শেয়ালের হাঁক।

আর পারে আম-বন
তাল-বন চলে,
গাঁয়ের বামুন-পাড়া
তারি ছায়া-তলে।
তীরে তীরে ছেলে মেয়ে
নাহিবার কালে
গাম্‌ছায় জল ভরি
গায়ে তারা ঢালে।

সকালে বিকালে কভু
নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা
ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা,
ঘটিগুলি মাজে—
বধূরা কাপড় কেচে
যায় গৃহকাজে।

আষাঢ়ে বাদল নামে
নদী ভরো-ভরো,
মাতিয়া ছুটিয়া চলে
ধারা খরতর।

মহাবেগে কলকল
　　কোলাহল ওঠে,
ঘোলা জলে পাকগুলি
　　ঘুরে ঘুরে ছোটে।
দুই কূলে বনে বনে
　　প'ড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে
　　জেগে ওঠে পাড়া।

ফুল

কাল ছিল ডাল খালি,
আজ ফুলে যায় ভ'রে।
বল্ দেখি তুই মালী,
হয় সে কেমন ক'রে।

গাছের ভিতর থেকে
করে ওরা যাওয়া আসা।
কোথা থাকে মুখ ঢেকে,
কোথা যে ওদের বাসা।

থাকে ওরা কান পেতে
লুকানো ঘরের কোণে,
ডাক পড়ে বাতাসেতে
কী ক'রে সে ওরা শোনে।

দেরি আর সহে না যে
মুখ মেজে তাড়া তাড়ি
কত রঙে ওরা সাজে,
চ'লে আসে ছেড়ে বাড়ি।

ওদের সে ঘর খানি
থাকে কি মাটির   কাছে ?
দাদা বলে, জানি   জানি
সে ঘর আকাশে   আছে।

সেথা করে আসা   যাওয়া
নানারঙা মেঘ গুলি।
আসে আলো, আসে   হাওয়া
গোপন দুয়ার   খুলি।

সাধ

কত দিন ভাবে ফুল,
উড়ে যাব কবে,
যেথা খুশি সেথা যাব,
ভারি মজা হবে।
তাই ফুল এক দিন
মেলি দিল ডানা।
প্রজাপতি হ'ল, তারে
কে করিবে মানা ?

রোজ রোজ ভাবে ব'সে
প্রদীপের আলো,
উড়িতে পেতাম যদি
হ'ত বড়ো ভালো।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে
কবে পেল পাখা।
জোনাকি হ'ল সে, ঘরে
যায় না তো রাখা।

পুকুরের জল ভাবে,
চুপ ক'রে থাকি—
হায় হায়, কী মজায়
উড়ে যায় পাখি।
তাই এক দিন বুঝি
ধোঁওয়া-ডানা মেলে
মেঘ হয়ে আকাশেতে
গেল অবহেলে।

আমি ভাবি, ঘোড়া হ'য়ে
মাঠ হব পার।
কভু ভাবি, মাছ হয়ে
কাটিব সাঁতার।
কভু ভাবি, পাখি হয়ে
উড়িব গগনে।
কখনো হবে না সে কি
ভাবি যাহা মনে?

শরৎ

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার 'পরে।
সকাল বেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।

আমলকা-বন কাঁপে যেন তার
বুক করে দুরু দুরু।
পেয়েছে খবর, পাতা-খসানোর
সময় হয়েছে শুরু।

শিউলির ডালে কুঁড়ি ভ'রে এল,
টগর ফুটিল মেলা।
মালতী-লতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুই বেলা।

গগনে গগনে বরষন-শেষে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া।
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,
নাই কোনো কাজে তাড়া।

দিঘি-ভরা জল করে ঢল-ঢল,
নানা ফুল ধারে ধারে।
কচি ধান-গাছে খেত ভ'রে আছে,
হাওয়া দোলা দেয় তারে।

যে দিকে তাকাই সোনার আলোয়
দেখি যে ছুটির ছবি।
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই
পূজার দিনের রবি।

নতুন দেশ

নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।

আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে
মাঝ-নদীতে নৌকো কোথায়
চলে ভাঁটার টানে।

জানি না কোন্ দেশে
পৌঁছে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে।

থাকি ঘরের কোণে,
সাধ জাগে মোর মনে
অম্নি ক'রে যাই ভেসে ভাই
নতুন নগর বনে।

দূর সাগরের পারে
জলের ধারে ধারে
নারিকেলের বনগুলি সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।

পাহাড়-চূড়া সাজে
নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না যে।

কোন্ সে বনের তলে
নতুন ফুলে ফলে
নতুন নতুন পশু কত
বেড়ায় দলে দলে।

কত রাতের শেষে
নৌকো যে যায় ভেসে—
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে!

হাট

কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি—
বোঝাই করা কল্‌সি হাঁড়ি।
গাড়ি চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।

হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্‌শিগঞ্জে পদ্মাপারে।
জিনিস-পত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।

উচ্ছে বেগুন পটল মূলো,
বেতের বোনা ধামা কুলো,
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা,
শীতের র‍্যাপার নক্‌শা-কাটা।

ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা,
শহর থেকে শস্তা ছাতা।
কল্‌সি-ভরা এখো গুড়ে
মাছি যত বেড়ায় উড়ে।

খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে
আনল যত চাষির মেয়ে।
অন্ধ কানাই পথের 'পরে
গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।

পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে
জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে।

আগমনী

অঞ্জনা-নদীতীরে
চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা
গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ ফাটল-ধরা—
এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা
কুঞ্জবিহারী।

আত্মীয় কেহ নাই
নিকট কি দূর,
আছে এক লেজ-কাটা
ভক্ত কুকুর।
আর আছে একতারা,
বক্ষেতে ধ'রে
গুন্‌-গুন্‌ গান গায়
গুঞ্জন-স্বরে।

গঞ্জের জমিদার
সঞ্জয় সেন
দু মুঠো অন্ন তারে
দুই বেলা দেন।
সাতকড়ি ভঞ্জের
মস্ত দালান,
কুঞ্জ সেখানে করে
প্রত্যুষে গান।
'হরি হরি' রব উঠে
অঙ্গন-মাঝে,
ঝন্‌ঝনি ঝন্‌ঝনি
খঞ্জনি বাজে।

ভঞ্জের পিসি তাই
সন্তোষ পান,
কুঞ্জকে করেছেন
কম্বল দান।
চিঁড়ে মুড়কিতে তার
ভরি দেন ঝুলি,
পৌষে খাওয়ান ডেকে
মিঠে পিঠে-পুলি।

আশ্বিনে হাট বসে
ভারি ধুম ক'রে,
মহাজনি নৌকায়
ঘাট যায় ভ'রে।
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি,
মহা সোরগোল—
পশ্চিমি মাল্লারা
বাজায় মাদোল।

বোঝা নিয়ে মন্থর
চলে গোরুগাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন
করে ডাক ছাড়ি।

কল্লোলে কোলাহলে
জাগে এক ধ্বনি
অন্ধের কণ্ঠের
গান আগমনী।
সেই গান মিলে যায়
দূর হ'তে দূরে
শরতের আকাশেতে
সোনা রোদ্দুরে।

শীত

অঘ্রান হ'ল সারা,
স্বচ্ছ নদীর ধারা
বহি চলে কলসংগীতে।
কম্পিত ডালে ডালে
মর্মর-তালে তালে
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে।

ও পারে চরের মাঠে
কৃষাণেরা ধান কাটে,
কাস্তে চালায় নতশিরে।
নদীতে উজান-মুখে
মাস্তুল পড়ে ঝুঁকে
গুন-টানা তরী চলে ধীরে।

পল্লীর পথে মেয়ে
ঘাট থেকে আসে নেয়ে,
ভিজে চুল লুণ্ঠিত পিঠে।
উত্তর-বায়ু-ভরে
বক্ষে কাঁপন ধরে,
রোদ্দুর লাগে তাই মিঠে।

শুক্‌নো খালের তলে
এক-হাঁটু ডোবা-জলে
বাগ্‌দিনি শেওলায় পাঁকে
করে জল ঘাঁটাঘাঁটি
কক্ষে আঁচল আঁটি—
মাছ ধ'রে চুব্‌ড়িতে রাখে।

ডাঙায় ঘাটের কাছে
ভাঙা নৌকোটা আছে—
তারি 'পরে মোক্ষদা বুড়ি
মাথা ঢুলে পড়ে বুকে
রৌদ্র পোহায় সুখে
জীর্ণ কাঁথাটা দিয়ে মুড়ি।

আজি বাবুদের বাড়ি
শ্রাদ্ধের ঘটা ভারী,
ডেকেছেন আশু জদ্দার।
হাতে কঞ্চির ছড়ি
টাট্টু ঘোড়ায় চড়ি
চলে তাই কালু সর্দার।

বউ যায় চৌগাঁয়ে,
ঝি-বুড়ি চলেছে বাঁয়ে,
পাল্‌কি কাপড়ে আছে ঘেরা।
বেলা ওই যায় বেড়ে,
হাঁই-হুঁই ডাক ছেড়ে
হন্‌-হন্‌ ছোটে বাহকেরা।

শ্রান্ত হয়েছে দিন,
আলো হয়ে এল ক্ষীণ,
কালো ছায়া পড়ে দিঘি-জলে।
শীত-হাওয়া জেগে ওঠে,
ধেনু ফিরে যায় গোঠে,
বকগুলো কোথা উড়ে চলে।

আখের খেতের আড়ে
পদ্মপুকুর-পাড়ে
সূর্য নামিয়া গেল ক্রমে।
হিমে-ঘোলা বাতাসেতে
কালো আবরণ পেতে
খড়-জ্বালা ধোঁওয়া ওঠে জ'মে।

ঝোড়ো রাত

ঢেউ উঠেছে জলে,
হাওয়ায় বাড়ে বেগ।
ওই-যে ছুটে চলে
গগন-তলে মেঘ।
মাঠের গোরুগুলো
উড়িয়ে চলে ধূলো,
আকাশে চায় মাঝি
মনেতে উদ্‌বেগ।

নামল ঝোড়ো রাতি,
দৌড়ে চলে ভুতো।
মাথায় ভাঙা ছাতি,
বগলে তার জুতো।
ঘাটের গলি-'পরে
শুক্‌নো পাতা ঝরে,
কল্‌সি কাঁখে নিয়ে
মেয়েরা যায় দ্রুত।

ঘণ্টা গোরুর গলে
বাজিছে ঠন্ ঠন্ ।
নীচে গাড়ির তলে
ঝুলিছে লণ্ঠন ।
যাবে অনেক দূরে
বেণীমাধব-পুরে—
ডাইনে চাষের মাঠ,
বাঁয়ে বাঁশের বন ।

পশ্চিমে মেঘ ডাকে,
ঝাউয়ের মাথা দোলে ।
কোথায় ঝাঁকে ঝাঁকে
বক উড়ে যায় চ'লে ।
বিদ্যুৎকম্পনে
দেখছি ক্ষণে ক্ষণে
মন্দিরের ওই চূড়া
অন্ধকারের কোলে ।

গৃহস্থ কে ঘরে,
খোলো দুয়ারখানা ।
পান্থ পথের 'পরে,
পথ নাহি তার জানা ।

ঝোড়ো রাত

নামে বাদল-ধারা,
লুপ্ত চন্দ্র তারা,
বাতাস থেকে থেকে
আকাশকে দেয় হানা।

পৌষ-মেলা

শীতের দিনে নামল বাদল,
বসল তবু মেলা।
বিকেল বেলায় ভিড় জমেছে,
ভাঙল সকাল বেলা।

পথে দেখি দু-তিন-টুকরো
কাঁচের চুড়ি রাঙা,
তারি সঙ্গে চিত্র-করা
মাটির পাত্র ভাঙা।

সন্ধ্যা বেলার খুশিটুকু
সকাল বেলার কাঁদা
রইল হোথায় নীরব হয়ে,
কাদায় হল কাদা।

পয়সা দিয়ে কিনেছিল
মাটির যে ধনগুলা
সেইটুকু সুখ বিনি পয়সায়
ফিরিয়ে নিল ধূলা।

উৎসব

দুন্দুভি বেজে ওঠে
ডিম্-ডিম্ রবে,
সাঁওতাল-পল্লীতে
উৎসব হবে।
পূর্ণিমাচন্দ্রের
জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা
তন্দ্রা হারায়।

তাল-গাছে তাল-গাছে
পল্লবচয়
চঞ্চল হিল্লোলে
কল্লোলময়।
আম্রের মঞ্জরী
গন্ধ বিলায়,
চম্পার সৌরভ
শূন্যে মিলায়।

দান করে কুসুমিত
কিংশুকবন
সাঁওতাল-কন্যার
কর্ণভূষণ।
অতিদূর প্রান্তরে
শৈলচূড়ায়
মেঘেরা চীনাংশুক-
পতাকা উড়ায়।

ওই শুনি পথে পথে
হৈ হৈ ডাক,
বংশীর স্বরে তালে
বাজে ঢোল ঢাক।
নন্দিত কণ্ঠের
হাস্যের রোল
অম্বরতলে দিল
উল্লাসদোল।

ধীরে ধীরে শর্বরী
হয় অবসান,
উঠিল বিহঙ্গের
প্রত্যুষগান।

বনচূড়া রঞ্জিল
স্বর্ণলেখায়
পূর্বদিগন্তের
প্রান্তরেখায়।

ফাল্গুন

ফাল্গুনে বিকশিত
কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত
আম্রমুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি
গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে
দক্ষিণবায়।

স্পন্দিত নদীজল
ঝিলিমিলি করে,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি
বালুকার চরে।
নৌকা ডাঙায় বাঁধা,
কাণ্ডারী জাগে,
পূর্ণিমারাত্রির
মত্ততা লাগে।

খেয়াঘাটে ওঠে গান
অশ্বথতলে,
পান্থ বাজায়ে বাঁশি
আনমনে চলে।
ধায় সে বংশীরব
বহুদূর গাঁয়,
জনহীন প্রান্তর
পার হয়ে যায়।

দূরে কোন্ শয্যায়
একা কোন্ ছেলে
বংশীর ধ্বনি শুনে
ভাবে চোখ মেলে—
যেন কোন্ যাত্রী সে,
রাত্রি অগাধ,
জ্যোৎস্নাসমুদ্রের
তরী যেন চাঁদ।

চলে যায় চাঁদে চ'ড়ে
সারা রাত ধরি,
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে
ছুঁয়ে যায় তরী।

রাত কাটে, ভোর হয়,
পাখি জাগে বনে—
চাঁদের তরণী ঠেকে
ধরণীর কোণে।

তপস্যা

সূর্য চলেন ধীরে
সন্ন্যাসীবেশে
পশ্চিম নদীতীরে
সন্ধ্যার দেশে
বনপথে প্রান্তরে
লুণ্ঠিত করি
গৈরিক গোধূলির
ম্লান উত্তরী।
পিঠে লুটে পিঙ্গল
মেঘ-জটাজূট,
শূন্যে চূর্ণ হ'ল
স্বর্ণমুকুট।

অন্তিম আলো তাঁর
ঐ তো হারায়
রক্তিম গগনের
শেষ কিনারায়—

সুদূর বনান্তের
অঞ্জলি-'পরে
দক্ষিণা দিয়ে যান
দক্ষিণ করে।
ক্লান্ত পক্ষীদল
গান নাহি গায়,
নীড়ে-ফেরা কাক শুধু
ডাক দিয়ে যায়।
রজনীগন্ধা শুধু
রচে উপহার
যাত্রার পথে আনি
অর্ঘ্য তাহার।

অন্ধকারের গুহা
সংগীতহীন,
হে তাপস, লীলা তব
সেথা হ'ল লীন।
নিঃস্ব তিমিরঘন
এই সন্ধ্যায়
জানি না বসিবে তুমি
কী তপস্যায়।

তপস্যা

রাত্রি হইবে শেষ,
উষা আসি ধীরে
দ্বার খুলি দিবে তব
ধ্যানমন্দিরে।
জাগিবে শক্তি তব
নব উৎসবে,
রিক্ত করিল যাহা
পূর্ণ তা হবে।
ডুবায়ে তিমিরতলে
পুরাতন দিন
হে রবি, করিবে তারে
নিত্য নবীন।

—

বি চি ত্র

ভোতন-মোহন

ভোতন-মোহন স্বপ্ন দেখেন—
চড়েছেন চৌঘুড়ি,
মোচার খোলার গাড়িতে তাঁর
ব্যাঙ দিয়েছেন জুড়ি।

পথ দেখালো মাছরাঙাটায়,
দেখল এসে চিংড়িঘাটায়
ঝুম্‌কো ফুলের বোঝাই নিয়ে
মোচার খোলা ভাসে।
খোকন-বাবু বিষম খুশি,
খিল্‌খিলিয়ে হাসে।

স্বপন

দিনে হই এক-মতো,
রাতে হই আর।
রাতে যে স্বপন দেখি
মানে কী যে তার!

আমাকে ধরিতে যেই
এল ছোটো কাকা
স্বপনে গেলাম উড়ে
মেলে দিয়ে পাখা।
দুই হাত তুলে কাকা
বলে, থামো থামো,
যেতে হবে ইস্কুলে,
এই বেলা নামো।

আমি বলি, কাকা মিছে
করো চেঁচামেচি,
আকাশেতে উঠে আমি
মেঘ হ'য়ে গেছি।

ফিরিব বাতাস বেয়ে
রামধনু খুঁজি,
আলোর অশোক ফুল
চুলে দেব গুঁজি।
সাত সাগরের পারে
পারিজাত-বনে
জল দিতে চ'লে যাব
আপনার মনে।

যেমনি এ কথা বলা
অমনি হঠাৎ
কড়্ কড়্ রবে বাজ
মেলে দিল দাঁত।
ভয়ে কাঁপি, মা কোথাও
নেই কাছাকাছি!
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি
বিছানায় আছি।

উড়ো জাহাজ

ওরে যন্ত্রের পাখি,
ওরে রে আগুন-খাকী,
একি ডানা মেলি   আকাশেতে এলি,
কোন্‌ নামে তোরে ডাকি ?

কোন্‌ রাক্ষুসে চিলে
কী বিকট হাড়গিলে
পেড়েছিল ডিম   প্রকাণ্ড ভীম,
তোরে সে জন্ম দিলে।

কোন্‌ বটে, কোন্‌ শালে,
কোন্‌ সে লোহার ডালে,
কিরকম গাছে   তোর বাসা আছে
দেখি নি তো কোনো কালে।

যখন ভ্রমণ করো
গান কেন নাহি ধরো—
কোন্‌ ভূতে হায়   চাবুক কষায়,
গোঁ গোঁ ক'রে ক'রে মরো।

তোমার ও দুটো ডানা
মানুষের পোষ-মানা—
কলের খাঁচায়   তোমারে নাচায়,
তুমি বোবা, তুমি কানা।

হায় রে একি অ দৃষ্ট,
কিছুই তো নহে মিষ্ট—
মানুষের সাথ   থাকো দিন রাত,
নাহি বলো রাধাকৃষ্ট।

যত হও নাকো বড়ো,
দাঁত করো কড়োমড়ো—
তবু ভয়ে তোর   লাগিবে না ঘোর,
হব নাকো জড়োসড়ো।

মানুষেরে পিঠে ধরি
ঘোরো দিবা-বিভাবরী—
আমরা দোয়েল   পাপিয়া কোয়েল
দূর হতে গড় করি।

এক ছিল বাঘ

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।

এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে ?

ঢেঁকিশালে পুঁটু ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, চাই গ্লিসেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, ও কথাটা কী যে
জন্মেও জানি নে তা নিজে।
ইংরেজি টিংরেজি কিছু
শিখি নি তো, জাতে আমি নিচু।

বাঘ বলে, কথা বল' ঝুঁটো,
নেই কি আমার চোখ দুটো ?
গায়ে কিসে দাগ হ'ল লোপ
না মাখিলে গ্লিসেরিন সোপ ?

পুঁটু বলে, আমি কালোকুষ্টি,
কখনো মাখি নি ও জিনিসটি।
কথা শুনে পায় মোর হাসি,
নই মেম-সাহেবের মাসি।

বাঘ বলে, নেই তোর লজ্জা ?
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।

পুঁটু বলে, ছি ছি ওরে বাপ,
মুখেও আনিলে হবে পাপ।
জানো না কি আমি অস্পৃশ্য,
মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য ?
আমার মাংস যদি খাও
জাত যাবে, জানো না কি তাও ?
পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ—

ছুঁস্ নে, ছুঁস্ নে, বলে বাঘ—
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘ্‌নাপাড়ায় বদ্‌নাম
রটে যাবে ! ঘরে মেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা
দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে ।
কাজ নেই গ্লিসেরিন সোপে ।

বিষম বিপত্তি

পাঁচ দিন ভাত নেই,
দুধ এক-রত্তি—
জ্বর গেল, যায় না যে
তবু তার পথ্যি।
সেই চলে জল-সাবু,
সেই ডাক্তার-বাবু,
কাঁচা কুলে আম্‌ড়ায়
তেম্‌নি আপত্তি।

ইস্কুলে যাওয়া নেই
সেইটে যা মঙ্গল—
পথ খুঁজে ঘুরি নেকো
গণিতের জঙ্গল।
কিন্তু যে বুক ফাটে
দূর থেকে দেখি মাঠে
ফুট্‌বল-ম্যাচে জমে
ছেলেদের দঙ্গল।

কিনুরাম পণ্ডিত,
মনে পড়ে টাক তার—
সমান ভীষণ জানি
চুনিলাল ডাক্তার।
খুলে ওষুধের ছিপি
হেসে আসে টিপিটিপি,
দাঁতের পাটিতে দেখি
দুটো দাঁত ফাঁক তার।

জ্বরে বাঁধে ডাক্তারে,
পালাবার পথ নেই—
প্রাণ করে হাঁস্‌ফাঁস্‌
যত থাকি যত্নেই।
জ্বর গেলে মাস্টারে
গিঁঠ দেয় ফাঁস্‌টারে।
আমারে ফেলেছে সেরে
এই দুটি রত্নেই।

অগ্নিকাণ্ড

'তোলপাড়িয়ে উঠল পাড়া
তবু কর্তা দেন না সাড়া।
জাগুন শিগ্‌গির জাগুন।'

'এলারামের ঘড়িটা যে
চুপ রয়েছে, কৈ সে বাজে ?'

'ঘড়ি পরে বাজবে, এখন
ঘরে লাগল আগুন।'

'অসময়ে জাগলে পরে
ভীষণ আমার মাথা ধরে।'

'জান্‌লাটা ঐ উঠল জ্ব'লে—
ঊর্ধ্বশ্বাসে ভাগুন।'

'বড্ড জ্বালায় তিনকড়িটা।'

'জ্বলে যে ছাই হ'ল ভিটা—
ফুট্‌পাথে ঐ বাকি ঘুমটা
শেষ করতে লাগুন।'

ভুপু

সময় চ'লেই যায়
নিত্য এ নালিশে
উদ্‌বেগে ছিল ভুপু
মাথা রেখে বালিশে।
কব্‌জির ঘড়িটার
উপরেই সন্দ,
এক-দম ক'রে দিল
দম তার বন্ধ।
সময় নড়ে না আর,
হাতে বাঁধা খালি সে।
ভুপুরাম অবিরাম
বিশ্রামশালী সে।
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
তবু ভোর পাঁচটায়
ঘড়ি করে ইঙ্গিত
ডালাটার কাঁচটায়—
রাত বুঝি ঝক্‌ঝকে
কুঁড়েমির পালিশে!
বিছানায় প'ড়ে তাই
দেয় হাততালি সে।

উল্টারাজার দেশ

বাদ্‌শার ফর্‌মাশে
সন্দেশ বানাতে
ছানা ছেড়ে মাখে চিনি
কুঁক্‌ড়োর ছানাতে।
সর্দার খুঁজে খুঁজে
ফিরিতেছে পাড়া পাড়া,
এখনো কি কোনোখানে
কোনো সাধু আছে ছাড়া,
বাদ্‌শাকে সে খবর
হয় তারে জানাতে—
ডাকাতেরা মারে পাছে
রাখে জেলখানাতে।

পাঙচুয়াল

গতকাল পাঁচটায়
তেলে ভেজে মাছটায়
বাবু রেখেছিল পাতে
ছিল সাথে ছেঁচ্‌কি।
নেয়ে এসে দেখে চেয়ে
বিড়ালে গিয়েছে খেয়ে
চোঁ চোঁ করে ওঠে পেট
আর ওঠে হেঁচ্‌কি।
মহা রোষে তিনুরায়
যেতে চায় আগ্‌রায়,
পাঁজিতে রয়েছে লেখা
দিন আছে কল্য।
রান্না চড়াতে গেলে
পাছে ট্রেন নাই মেলে
ভোরে উঠে তাই আজ
হাওড়ায় চলল।

পাণ্ডুয়াল্

গত কাল পাঁচটায়
জেলে ডেকে মাছটায়
বাবু রেখেছিল ধারে
ছিল সাথে ছেঁচকি।
নেয়ে এসে দেখে চেয়ে
বিড়ালে গিয়েছে খেয়ে
চোঁ চোঁ করে ওঠে পেট
তাতে ওরে ছেঁচকি।
মহা রাগে তিনু ভায়
যেতে চায় ভাটিপাড়ায়,
পাঁজিতে রয়েছে লেখা
দিন আছে কল্য।
রান্না চড়াতে গেলে
পাছে ট্রেন নাহি মেলে
ভোরে উঠে তাই আর্ত
হাওড়ায় চলল॥

৬।১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খেয়ালী

বালিশ নেই, সে ঘুমোতে যায়
মাথার নীচে ইঁট দিয়ে।
কাঁথা নেই, সে প'ড়ে থাকে
রোদের দিকে পিঠ দিয়ে।
শ্বশুর-বাড়ি নেমন্তন্ন,
তাড়াতাড়ি তারই জন্য
ছেঁড়া গামছা পরেছে সে
তিনটে-চারটে গিঁঠ দিয়ে।
ভাঙা ছাতার বাঁটখানাতে
ছড়ি ক'রে চায় বানাতে,
রোদে মাথা সুস্থ করে
ঠাণ্ডা জলের ছিট দিয়ে।
হাসির কথা নয় এ মোটে—
খ্যাঁকশেয়ালিই হেসে ওঠে
যখন রাতে পথ করে সে
হতভাগার ভিট দিয়ে।

খাপছাড়া

গাড়িতে মদের পিপে
        ছিল তেরো-চোদ্দ।
এঞ্জিনে জল দিতে
        দিল ভুলে মদ্য।
চাকাগুলো ধেয়ে করে
        ধান-খেত ধ্বংসন।
বাঁশি ডাকে কেঁদে কেঁদে—
        কোথা কানুজংশন ?
ট্রেন করে মাৎলামি
        নেহাত অবোধ্য।
সাবধান করে দিতে
        কবি লেখে পদ্য।

ছবি-আঁকিয়ে

ছেঁড়াখোঁড়া মোর পুরোনো খাতায়
ছবি আঁকি আমি যা আসে মাথায়
যক্ষনি ছুটি পাই।
বঙ্কিম মামা বুঝিতে পারে না—
বলে যে, কিছুই যায় না তো চেনা ;
বলে, কী হয়েছে, ছাই !

আমি বলি তারে, এই তো ভালুক,
এই দেখো কালো বাঁদরের মুখ,
এই দেখো লাল ঘোড়া—
রাজপুত্তুর কাল ভোর হলে
দণ্ডক বনে যাবেন যে চ'লে—
রথে হবে ওরে জোড়া।
উঁচু হয়ে আছে এই-যে পাহাড়,
খোঁচা খোঁচা গায়ে ওঠে বাঁশ-ঝাড়,
হেথা সিংহের বাসা।
এঁকে বেঁকে দেখো এই নদী চলে,
নৌকো এঁকেছি ভেসে যায় জলে,
ডাঙা দিয়ে যায় চাষা।

ঘাট থেকে জল এনেছে ঘড়ায়—
শিবুঠাকুরের রান্না চড়ায়
তিন কন্যা যে এই।
সাদা কাগজের চর করে ধূ ধূ,
সাদা হাঁস দুটো ব'সে আছে শুধু,
কেউ কোত্থাও নেই।
গোল ক'রে আঁকা এই দেখো দিখি,
সূর্যের ছবি ঠিক হয় নি কি,
মেঘ এই দাগ যত।
শুধু কালী লেপা দেখিছ এ পাতে—
আঁধার হয়েছে এইখানটাতে,
ঠিক সন্ধ্যার মতো।
আমি তো পষ্ট দেখি সব-কিছু—
শালবন দেখো এই উঁচুনিচু,
মাছগুলো দেখো জলে।

'ছবি দেখিতে কি পায় সব লোকে—
দোষ আছে তোর মামারই দু চোখে'
বাবা এই কথা বলে।

চিত্রকূট

একটুখানি জায়গা ছিল
রান্নাঘরের পাশে,
সেইখানে মোর খেলা হ'ত
শুক্‌নো-পারা ঘাসে।
একটা ছিল ছাইয়ের গাদা
মস্ত ঢিবির মতো,
পোড়া কয়লা দিয়ে দিয়ে
সাজিয়েছিলেম কত।
কেউ জানে না, সেইটে আমার
পাহাড় মিছিমিছি,
তারই তলায় পুঁতেছিলেম
একটি তেঁতুল-বিচি।
জন্মদিনের ঘটা ছিল,
ছয় বছরের ছেলে—
সেদিন দিল আমার গাছে
প্রথম পাতা মেলে।
চার দিকে তার পাঁচিল দিলেম
কেরোসিনের টিনে,
সকাল বিকাল জল দিয়েছি
দিনের পরে দিনে।

জল-খাবারের অংশ আমার
এনে দিতেম তাকে,
কিন্তু তাহার অনেকখানিই
লুকিয়ে খেত কাকে।
দুধ যা বাকি থাকত দিতেম
জানত না কেউ সে তো—
পিঁপড়ে খেত কিছুটা তার,
গাছ কিছু বা খেত।

চিকন পাতায় ছেয়ে গেল,
ডাল দিল সে পেতে—
মাথায় আমার সমান হল
দুই বছর না যেতে।
একটি মাত্র গাছ সে আমার
একটুকু সেই কোণ,
চিত্রকূটের পাহাড়-তলায়
সেই হল মোর বন।
কেউ জানে না সেথায় থাকেন
অষ্টাবক্র মুনি—
মাটির 'পরে দাড়ি গড়ায়,
কথা কন না উনি।

রাত্রে শুয়ে বিছানাতে
শুনতে পেতেম কানে
রাক্ষসেরা পেঁচার মতো
চেঁচাত সেইখানে।

নয় বছরের জন্মদিনে
তার তলে শেষ খেলা,
ডালে দিলুম ফুলের মালা
সেদিন সকাল-বেলা।
বাবা গেলেন মুন্‌শিগঞ্জে
রানাঘাটের থেকে,
কোল্‌কাতাতে আমায় দিলেন
পিসির কাছে রেখে।
রাত্রে যখন শুই বিছানায়
পড়ে আমার মনে
সেই তেঁতুলের গাছটি আমার
আঁস্তাকুড়ের কোণে।
আর সেখানে নেই তপোবন,
বয় না সুরধুনী—
অনেক দূরে চ'লে গেছেন
অষ্টাবক্র মুনি।

চলন্ত কলিকাতা

ইঁটের টোপর মাথায় পরা
শহর কলিকাতা
অটল হয়ে ব'সে আছে,
ইঁটের আসন পাতা।
ফাল্গুনে বয় বসন্তবায়,
না দেয় তারে নাড়া।
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে
ভিত রহে তার খাড়া।
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে
একটু না দেয় কাঁপন।
শীত বসন্তে সমান ভাবে
করে ঋতুযাপন।

অনেক দিনের কথা হ'ল
স্বপ্নে দেখেছিনু
হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠে
বললে আমায় বিনু

'চেয়ে দেখো', ছুটে দেখি
চৌকিখানা ছেড়ে—
কোল্‌কাতাটা চ'লে বেড়ায়
ইঁটের শরীর নেড়ে।
উঁচু ছাদে নিচু ছাদে
পাঁচিল-দেওয়া ছাদে
আকাশ যেন সওয়ার হ'য়ে
চড়েছে তার কাঁধে।
রাস্তা গলি যাচ্ছে চলি
অজগরের দল,
ট্র্যাম-গাড়ি তার পিঠে চেপে
করছে টলোমল।
দোকান বাজার ওঠে নামে
যেন ঝড়ের তরী,
চউরঙ্গির মাঠখানা ঐ
যাচ্ছে সরি সরি।
মনুমেণ্টে লেগেছে দোল,
উল্‌টিয়ে বা ফেলে—
খ্যাপা হাতির শুঁড়ের মতো
ডাইনে বাঁয়ে হেলে।

ইস্কুলেতে ছেলেরা সব
করতেছে হৈ হৈ,
অঙ্কের বই নৃত্য করে
ব্যাকরণের বই।
মেঝের 'পরে গড়িয়ে বেড়ায়
ইংরেজি বইখানা,
ম্যাপ্‌গুলো সব পাখির মতো
ঝাপট মারে ডানা।
ঘণ্টাখানা দুলে দুলে
ঢঙ্ ঢঙা ঢঙ্ বাজে—
দিন চ'লে যায়, কিছুতে সে
থামতে পারে না যে।
রান্নাঘরে কেঁদে বলে
রান্নাঘরের ঝি,
'লাউ কুম্‌ড়ো দৌড়ে বেড়ায়,
আমি করব কী !'

হাজার হাজার মানুষ চেঁচায়,
'আরে থামো থামো—
কোথা যেতে কোথায় যাবে,
কেমন এ পাগ্‌লামো !'

‘আরে আরে চলল কোথায়’
হাব্‌ড়ার ব্রিজ বলে,
‘একটুকু আর নড়লে আমি
পড়ব খ’সে জলে।’
বড়োবাজার মেছোবাজার
চিনেবাজার থেকে—
‘স্থির হয়ে রও’ ‘স্থির হয়ে রও’
বলে সবাই হেঁকে।
আমি ভাবছি যাক্‌-না কেন,
ভাব্‌না কিছুই নাই—
কোলকাতা নয় দিল্লি যাবে
কিম্বা সে বোম্বাই।

হঠাৎ কিসের আওয়াজ হ’ল,
তন্দ্রা ভেঙে যায়—
তাকিয়ে দেখি কোলকাতা সেই
আছে কোলকাতায়।

হনুচরিত

হনু বলে, তুলব আমি গন্ধমাদন,
অসাধ্য যা তাই জগতে করব সাধন।
এই ব'লে তার প্রকাণ্ড কায় উঠল ফুলে।

মাথাটা তার কোথায় গিয়ে ঠেকল মেঘে,
শালের গুঁড়ি ভাঙল পায়ের ধাক্কা লেগে,
দশটা পাহাড় ঢাকল তাহার দশ আঙুলে।
পড়ল বিপুল দেহের ছায়া যে দিক বাগে
দুপর বেলায় সেথায় যেন সন্ধ্যা লাগে,
গোরু যত মাঠ ছেড়ে সব গোষ্ঠে ছোটে।
সেই দিকেতে সূর্যহারা আকাশ-তলে
দিন না যেতেই অন্ধকারের তারা জ্বলে,
শেয়ালগুলো হুক্কাহুয়া চেঁচিয়ে ওঠে।
লেজ বেড়ে যায় হু হু ক'রে এঁকে বেঁকে,
লেজের মধ্যে বন্যা নামল কোথা থেকে,
নগর পল্লী তলায় তাহার চাপা পড়ে।
হঠাৎ কখন্ মস্ত মোটা লেজের বাধায়
নদীর স্রোতের মধ্যখানে বাঁধ বেঁধে যায়,
উপড়ে পড়ে দেবদারুবন লেজের ঝাড়ে।

লেজের পাকে পাহাড়টাকে দিল মোড়া,
ঝেঁকে ঝেঁকে উঠল কেঁপে আগাগোড়া,
হুড়্দাড়িয়ে পাথর পড়ে খ'সে খ'সে।
গিরির চূড়া এক পাশেতে পড়ল ঝুঁকি,
অরণ্যে হয় গাছে গাছে ঠোকাঠুকি,
আগুন লাগে শাখায় শাখায় ঘ'ষে ঘ'ষে।
পক্ষী সবে আর্তরবে বেড়ায় উড়ে,
বাঘ-ভালুকের ছুটোছুটি পাহাড় জুড়ে,
ঝর্নাধারা ছড়িয়ে গেল ঝর্‌ঝরিয়ে।
উপুড় হয়ে গন্ধমাদন পড়ল লুটে,
বসুন্ধরার পাষাণ-বাঁধন যায় রে টুটে
ভীষণ শব্দে দিগ্‌দিগন্ত থর্‌থরিয়ে।
ঘূর্ণিধূলা নৃত্য করে অম্বরেতে,
ঝঞ্ঝাহাওয়া হুংকারিয়া বেড়ায় মেতে,
ধূসর রাত্রি লাগল যেন দিগ্‌বিদিকে।

গন্ধমাদন উড়ল হনুর পৃষ্ঠে চেপে,
লাগল হনুর লেজের ঝাপট আকাশ ব্যেপে—
অন্ধকারে দন্ত তাহার ঝিকিমিকে।

সুন্দর-বনের বাঘ

সুঁদর-বনের কেঁদো বাঘ,
সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ।
যথাকালে ভোজনের
কম হ'লে ওজনের
হ'ত তার ঘোরতর রাগ।

এক দিন ডাক দিল গাঁ-গাঁ—
বলে, তোর গিন্নিকে জাগা।
শোন্ বটুরাম ন্যাড়া,
পাঁচ জোড়া চাই ভেড়া,
এখনি ভোজের পাত লাগা।

বটু বলে, এ কেমন কথা,
শিখেছ কি এই ভদ্রতা!
এত রাতে হাঁকাহাঁকি
ভালো না, জানো না তা কি?
আদবের এ যে অন্যথা।

মোর ঘর নেহাত জঘন্য।
মহাপশু, হেথায় কী জন্য!
ঘরেতে বাঘিনী মাসি
পথ চেয়ে উপবাসী,
তুমি খেলে মুখে দেবে অন্ন।
সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাঙ,
আছে তো শুট্‌কে কোলাব্যাঙ,
আছে বাসি খর্‌গোষ,
গন্ধে পাইবে তোষ।
চ'লে যাও নেচে ড্যাঙ্ ড্যাঙ্।
নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ
রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ—

বাঘ বলে, রামো রামো,
বাক্যবাগীশ থামো,
বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।
তুমি ন্যাড়া আস্ত পাগল।
বেরোও তো, খোলো তো আগল।
ভালো যদি চাও তবে
আমারে দেখাতে হবে
কোন্ ঘরে পুষেছ ছাগল।

বটু কহে, এ কী অকরণ !
ধরি তব চতুশ্চরণ—
জীববধ মহাপাপ,
তারো বেশি লাগে শাপ
পরধন করিলে হরণ।

বাঘ শুনে বলে, হরি হরি !
না খেয়ে আমিই যদি মরি
জীবেরই নিধন তাহা,
সহমরণেতে আহা
মরিবে যে বাঘী সুন্দরী।
অতএব ছাগলটা চাই,
না হ'লে তুমিই আছ ভাই !
এত বলি তোলে থাবা—

বটুরাম বলে, বাবা !
চলো ছাগলেরই ঘরে যাই।
দ্বার খুলে বলে, পড়ো ঢুকে,
ছাগল চিবিয়ে খাও সুখে।
বাঘ সে ঢুকিল যেই
দ্বিতীয় কথাটি নেই,
বাহিরে শিকল দিল রুখে।

বাঘ বলে, এ তো বোঝা ভার,
তামাসার এ নহে আকার।
পাঁঠার দেখি নে টিকি,
লেজের সিকির সিকি
নেই তো, শুনি নে ভ্যাভ্যাকার।
ওরে হিংসুক সয়তান,
জীবের বধিতে চাস প্রাণ !
ওরে ক্রূর, পেলে তোরে
থাবায় চাপিয়া ধ'রে
রক্ত শুষিয়া করি পান।
ঘরটাও ভীষণ ময়লা—

বটু বলে, মহেশ গয়লা
ও ঘরে থাকিত, আজ
থাকে তোর যমরাজ
আর থাকে পাথুরে কয়লা।

গোঁফ ফুলে ওঠে যেন ঝাঁটা।
বাঘ বলে, গেল কোথা পাঁঠা ?
বটুরাম বলে নেচে,
এই পেটে তলিয়েছে,
খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁ'টা।

চলচ্চিত্র

মাথার থেকে ধানি রঙের
ওড়্‌নাখানা সরে যায়,
চীনের টবে হাস্‌নুহানার
গন্ধে বাতাস ভরে যায়।
তিনটে পাঠান মালী আছে
নবাব-জাদার বাগানে,
দুয়ারে তার ডালকুত্তো
চীৎকারে-রাত-জাগানে।
ধানশ্রীতে সানাই বাজে
কুঞ্জবাবুর ফটকে,
দেউড়িতে ভিড় জমে গেছে
নাটক দেখার চটকে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা,
হাতে পানের কৌটা,
ঘোষ-পাড়াতে হন্‌হনিয়ে
চলে নাপিত-বউটা।
গাছে চ'ড়ে রাখাল ছোঁড়া
জোগায় কাঁচা সুপুরি,
দু বেলা পান বাঁধা আছে,
আরো আছে উপ্‌রি।

সের পাঁচিশেক কদ্‌মা ছিল
কলুবুড়ির ধামাতে,
জলের মধ্যে উল্‌টে গেল
ঘাটের ধারে নামাতে।
মাছ এল তাই কাৎলাপাড়া
খয়্‌রাহাটি ঝেঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে
পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুশি,
ডিগ্‌বাজি খায় কাৎলা—
চাঁদা মাছের চ্যাপ্‌টা জঠর
রইল না আর পাৎলা।
শেষে দেখি ইলিশ মাছের
মিষ্টিতে আর রুচি নাই,
চিতল মাছের মুখটা দেখেই
প্রশ্ন তারে পুছি নাই।
ননদকে ভাজ বললে, তুমি
মিথ্যে এ মাছ কোটো ভাই,
রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে
মিঠাই-গজার ছোটো ভাই।

রোদের তাপে হাওয়া কাঁপে,
মাঠের বালি তেতে যায়।
পাকুড়-তলার ঘাটে গোরু
দিঘিতে জল খেতে যায়।
ডিঙি চলে ধিকি ধিকি,
নদীর ধারা মিহি।
দুপুর-রোদে আকাশে চিল
ডাক দিয়ে যায় চিঁহি।
লখা চলে ছাতা মাথায়,
গৌরী কোনের বর—
ড্যাঙ্ ড্যাঙা ড্যাঙ্ বাদ্যি বাজে,
চড়ক-ডাঙায় ঘর।

হাঁটুজলে পার হয়ে যায়
মরা নদীর সোঁতা,
পাড়ির কাছে পাঁকে ডিঙি
আধখানা রয় পোঁতা।
এনামেলের-বাসন-ভরা
চলেছে এক ঝাঁকা,
কামার পিটোয় দুম্‌দুমিয়ে
গোরুর গাড়ির চাকা।

মাঠের পারে ধক্‌ধকিয়ে
চল্‌তি গাড়ির ধোঁওয়া
আকাশ বেয়ে ছেঁটে চলে
কালো বাঘের রোঁওয়া।
কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা
জাগায় গলিটাকে—
কুকুরগুলোর অসহ্য হয়,
আর্তনাদে ডাকে।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে
বসে আছেন কন্যে,
মোচার ঘণ্ট বানাতে চান
কোন্ মানুষের জন্যে।
গামলা চেটে পরখ করে
গাইটা দড়ি-বাঁধা,
উঠোনের এক কোণে জমা
কয়লা গুঁড়োর গাদা।
ভালুক-নাচের ডুগ্‌ডুগি ওই
বাজছে ও পাড়াতে,
কোন্-দিশী ওই বেদের মেয়ে
নাচায় লাঠি হাতে।
অশথ-তলায় পাটল গোরু
আরামে চোখ বোজে—

ছাগল-ছানা ঘুরে বেড়ায়
কচি ঘাসের খোঁজে।
হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ
জুটল দলে দলে,
পশলা কয়েক বৃষ্টি হতেই
মাঠ ভাসালো জলে।
মাথায় তুলে কচুর পাতা
সাঁওতালি সব মেয়ে
উচ্চহাসির রোল তুলে যায়
গাঁয়ের পথে ধেয়ে।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে
হাট ভেঙে যায় হাটুরে,
ভিজে কাঠের আঁটি বেঁধে
চলছে ছুটে কাঠুরে।

বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে লক্‌লকি,
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে ঝক্‌ঝকি।
চড়ক-ডাঙায় ঢাক বাজে ওই ড্যাডাঙ্ ড্যাঙ্।
মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে ডাকে ব্যাঙ।

পিয়ারি

আসিল দিয়াড়ি হাতে
রাজার ঝিয়ারি
খিড়কির আঙিনায়,
নামটি পিয়ারি।

আমি শুধালেম তারে,
এসেছ কী লাগি!
সে কহিল চুপে চুপে,
কিছু নাহি মাগি।
আমি চাই, ভালো ক'রে
চিনে রাখো মোরে,
আমার এ আলোটিতে
মন লহো ভ'রে।
আমি যে তোমার দ্বারে
করি আসা যাওয়া,
তাই হেথা বকুলের
বনে দেয় হাওয়া।

পিয়ারি

যখন ফুটিয়া ওঠে
যূথী বনময়
আমার আঁচলে আনি
তার পরিচয়।
যেথা যত ফুল আছে
বনে বনে ফোটে,
আমার পরশ পেলে
খুশি হয়ে ওঠে।
শুকতারা ওঠে ভোরে,
তুমি থাকো একা,
আমিই দেখাই তারে
ঠিকমতো দেখা।
যখনি আমার শোনে
নূপুরের ধ্বনি
ঘাসে ঘাসে শিহরণ
জাগে যে তখনি।
তোমার বাগানে সাজে
ফুলের কেয়ারি,
কানাকানি করে তারা
'এসেছে পিয়ারি'।

অরুণের আভা লাগে
সকালের মেঘে,
'এসেছে পিয়ারি' ব'লে
বন ওঠে জেগে।
পূর্ণিমারাতে আসে
ফাগুনের দোল,
'পিয়ারি পিয়ারি' রবে
ওঠে উতরোল।
আমের মুকুলে হাওয়া
মেতে ওঠে গ্রামে,
চারি দিকে বাঁশি বাজে
পিয়ারির নামে।
শরতে ভরিয়া উঠে
যমুনার বারি,
কূলে কূলে গেয়ে চলে
'পিয়ারি পিয়ারি'।

—

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

মূল্য ১৸০